বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬:
সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক, সম্মতি প্রদান না করার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রতি আহ্বান;
অংশীজনের সাথে আলোচনা করে সংশোধনের জন্য সরকারের প্রতি দাবি

ঢাকা, ৯ অক্টোবর, ২০১৬। গত ৫ অক্টোবর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে অনুমোদিত বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল, ২০১৬এর অনুচ্ছেদ ১৪ সংবিধান স্বীকৃত চিন্তা, মত, বিবেক ও বাক্-স্বাধীনতা এবং সংগঠন বিষয়ক মৌলিক অধিকার খর্ব করার ঝুঁকি সৃষ্টি করবে এই মর্মে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে উপরে উল্লিখিত বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ বিলটিতে সম্মতি প্রদান না করার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট আহ্বান জানাচ্ছে।

একই সাথে তারা বেসরকারি সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে অনুচ্ছেদ ১৪ সহ অন্যান্য অগণতান্ত্রিক, ঝুকিপূর্ণ ও অবাস্তব ধারাগুলো বাতিল করে বিলটির সংশোধন দাবি করছে।

বৈদেশিক অনুদানে প্রকল্প বাস্তবায়নরত বেসরকারি সংস্থাগুলোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে সেনা-শাসনামলে প্রণীত দেশে বিদ্যমান দু'টি অধ্যাদেশ বাতিল করে বর্তমান সরকার নতুন একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকারের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বেসরকারি সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে প্রস্তাবিত খসড়া আইনের বিধানাবলী নিয়ে তাদের সুনির্দিষ্ট মতামত ও উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের অভিমত ইতিবাচকভাবে বিবেচিত হয়েছে। খসড়া প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদেরকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে সরকার ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তবে চূড়ান্ত খসড়াটি জাতীয় সংসদে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের আগে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদেরকে আরো একবার দেখানোর কথা থাকলেও বাস্তবে তা করা হয়নি। আশা করা হয়েছিল যে আইনটি স্বৈরাচারি সরকারের আমলের তুলনায় অধিকতর গণতান্ত্রিক হবে, যার ফলে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কর্মরত বেসরকারি খাত অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পাশাপাশি সংবিধান প্রদত্ত অধিকার অনুযায়ী স্বাধীন, নিরবচ্ছিন্ন ও সাবলীলভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মানবাধিকার রক্ষা এবং সুশাসন নিশ্চিতকরণে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

জাতীয় সংসদে গৃহীত উল্লিখিত বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬ আমাদের সে আশার প্রতিফলন ঘটায়নি। বরং এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে বেসরকারি সংস্থাগুলোর বৈদেশিক অনুদান সংগ্রহ ও ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নামে সরকার মূলতঃ সার্বিকভাবে স্বেচ্ছাসেবামূলক উদ্যোগকে নিরুৎসাহিত করতে এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে, বিশেষ করে মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করতেই বেশি আগ্রহী, যা পুরো বেসরকারি খাতের জন্য উদ্বেগজনক, বিশেষতঃ মানবাধিকার ও সুশাসন নিয়ে কর্মরত সংস্থাগুলোর জন্য অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ। এ আইনে একদিকে ব্যক্তি ও বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যদিকে স্বেচ্ছাসেবামূলক ও দাতব্য কার্যক্রমসমূহকে একইভাবে নিয়ন্ত্রণের বিধান রাখা হয়েছে, যা অযৌক্তিক। তাছাড়া ব্যক্তির দাতব্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক বিধান রাখা হয়েছে।

আইনটির অনুচ্ছেদ ১৪ অনুযায়ী সংবিধান এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে "বিদ্বেষমূলক ও অশালীন" কোনো মন্তব্য করলে তা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এ কারণে সংশ্লিষ্ট এনজিওর সনদ বাতিলের যে বিধান রাখা হয়েছে যা কেবল অস্পষ্ট, ব্যাপক ভাবে ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যাযোগ্য এবং স্বেচ্ছাচারমূলক তাই নয়, এটি চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা সংক্রান্ত সংবিধানের মৌলিক অধিকারেরও পরিপন্থী। সংসদের আইন ও সংসদ বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সম্মানিত সভাপতি একাধিকবার গণমাধ্যমের কাছে এ ধরণের ধারা অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা জানিয়েছিলেন বটে, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে প্রস্তাবিত আইনটির বিষয়ে তার কমিটির সাথে একাধিক বৈঠকে বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে আলাপ আলোচনায় এমন কোন প্রস্তাবনা কখনো উত্থাপিত বা আলোচিত হয়নি। অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ একটি আইনে এমন অনভিপ্রেত সংযোজন গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও চর্চার পরিপন্থী এবং নিবর্তন মূলক চিন্তার প্রতিফলন বলেই প্রতীয়মান যা বেসরকারি সংস্থাগুলোর কাছে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। বিশ্বের কোন গণতান্ত্রিক দেশে সমধারার আইনে চিন্তা ও মতপ্রকাশে প্রতিবন্ধক এমন কোনো বিধান নেই।

আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং বিলটিতে সম্মতি প্রদান না করার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি। একই সাথে আমরা প্রস্তাবিত আইনটির বিষয়ে বেসরকারি সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দের যে অন্যান্য উদ্বেগ ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনার প্রতিফলন ঘটেনি, সেগুলো সন্নিবিষ্ট করে সকল অংশীজনের সাথে পুনরায় আলোচনা করে আইনটি সংশোধনের দাবি জানাচ্ছি। বিশেষ করে আমরা নিবন্ধন প্রদান ও প্রকল্প অনুমোদনের সময়সীমা, মন্ত্রণালয়ের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের পরিবর্তন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত এনজিওদের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক বিধান বিষয়ে আমাদের বক্তব্যগুলো আইনে সংযোজনের জোর দাবি জানাচ্ছি। অনুচ্ছেদ ১৪ তে অপরাধ হিসেবে অন্য যে সব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে - যেমন জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন, নারী ও শিশুপাচার বা মাদক ও অস্ত্র পাচারের সাথে সংশ্লিষ্টতা - এ সকল অপরাধের জন্য প্রচলিত আইনসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রভিত্তিক সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে বিধায় তা বাতিল করতে হবে।

কর্তৃত্বপরায়ণ আইনটি চূড়ান্ত হলে, বিশেষ করে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা সংক্রান্ত সংবিধানের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী ধারাসহ আইনটি বলবত করলে তা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদানরত বেসরকারি সংস্থাগুলোর কাছে এবং আন্তর্জাতিক মহলে গৃহীত হবে না। বরং সংবিধান স্বীকৃত চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা ও সংগঠন/সংঘ করার অধিকারকে ভিত্তি ধরে এবং সুনির্দিষ্টভাবে তার স্বীকৃতিসহ আইনটি প্রণয়ন করলে তা বেসরকারি সংস্থাগুলোর কার্যক্রম এবং সরকারের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তির জন্য সহায়ক হবে।

আমরা আশা করি মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং সরকার কর্তৃক আমাদের দাবিগুলো যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে।

স্বাক্ষরকারী সংস্থাসমূহ

আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ব্র্যাক, গণসাক্ষরতা অভিযান, নিজেরা করি, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ব্লাস্ট, বেলা, এফএনবি, এ্যাডাব, এএলআরডি, প্রিপ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, এ্যাকশন এইড, কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, ওয়াটার এইড, অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল, কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।